মালয়েশিয়ার অভিবাসন সংকট বিষয়ে পার্টি স্যোসিয়ালিস মালয়েশিয়া (পিএসএম) এর সাক্ষাৎকার

গত মে মাসের শুরুতে মালয়েশিয়াগামী অভিবাসী সংকট প্রসঙ্গে মালয়েশিয়ার সক্রিয় বামপন্থীদের অবস্থান ও ভূমিকা সম্পর্কে জানতে সর্বজনকথার পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হয় মালয়েশিয়ার সমাজতান্ত্রিক দল পার্টি স্যোসিয়ালিস মালয়েশিয়া (পিএসএম)-এর সাথে। ১৭ মে ই-মেইলের মাধ্যমে মালয়েশিয়ার অভিবাসীদের সাধারণ অবস্থা, বাংলাদেশি অভিবাসীদের কাজের ক্ষেত্র, কর্মপরিবেশ, শ্রম অধিকার, সাম্প্রতিক সংকট ইত্যাদি বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছিল পিএসএমের কাছ থেকে। পিএসএমের পক্ষ থেকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়েছেন পিএসএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও অভিবাসী ডেস্কের প্রধান ***রানি রাছিয়া****। সর্বজনকথার পাঠকদের জন্য প্রশ্ন তৈরি, ই-মেইলে সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও অনুবাদ করেছেন* ***কল্লোল মোস্তফা****।*

সর্বজনকথা: প্রতিবছর বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, নেপাল প্রভৃতি দেশের হাজার হাজার অভিবাসী একটু ভালোভাবে বাঁচার আশায় বৈধ-অবৈধ পথে মালয়েশিয়ায় প্রবেশ করে। মালয়েশিয়ায় তারা ঠিক কোন ধরনের কাজ করে? কোন দেশের কত অভিবাসী শ্রমিক কাজ করে, তার সাম্প্রতিক তথ্য দিলে খুব ভালো হয়।

পিএসএম: সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখ মালয়েশিয়ার মানবসম্পদ মন্ত্রীর দেওয়া বক্তব্য অনুসারে, মালয়েশিয়ায় ৫৮ লাখ অভিবাসী শ্রমিক রয়েছেন, যাঁদের অর্ধেক বৈধ, বাকি অর্ধেক অবৈধ।

২০১২ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে মালয়েশিয়ায় সবচেয়ে বেশি শ্রমিক পাঠায় এমন পাঁচটি দেশের বৈধ শ্রমিকসংখ্যা নিম্নরূপ :

দেশ	শ্রমিকসংখ্যা
ইন্দোনেশিয়া	৭,৬৭,৫৯০
নেপাল	২,৭৯,৪২১
মিয়ানমার	১,৩৭,৭৮৪
বাংলাদেশ	১,৩৪,১৪৮
ভারত	৯১,২২২

২০১১ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে মালয়েশিয়ার বিভিন্ন খাতে বৈধ অভিবাসী শ্রমিকের বণ্টন নিম্নরূপ:

খাত	সংখ্যা
শিল্প	৫,৮১,০০০
প্লান্টেশন	২,৯৯,০০০
নির্মাণ	২,২৪,০০০
গৃহকর্মী	১,৮৪,০০০
কৃষি	১,৫২,০০০
সেবা	১,৩৩,০০০

মালয়েশিয়ার প্লান্টেশন সেক্টরের মোট শ্রমিকের ৭০% অভিবাসী শ্রমিক, নির্মাণ খাতের ৫০%, শিল্প খাতের ৩০% এবং গৃহকর্মীদের প্রায় ১০০% অভিবাসী শ্রমিক।

সর্বজনকথা: মালয়েশিয়ায় সার্বিকভাবে শ্রম অধিকার পরিস্থিতি কেমন? স্থানীয় ও অভিবাসী শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি কেমন? এই মজুরি কি ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট? ন্যূনতম মজুরি, কর্মপরিবেশ, ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে স্থানীয় ও অভিবাসী শ্রমিকদের পরিস্থিতিটা একটু জানতে চাই।

পিএসএম: বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে আকর্ষণীয় থাকবার জন্য মালয়েশিয়া বহু বছর ধরে 'নিম্ন মজুরি নীতি' অনুসরণ করে আসছে। নিম্ন মজুরির পাশাপাশি সেবা খাতের বেসরকারীকরণ এবং আবাসন ও শিক্ষার খরচ বৃদ্ধির ফলে মালয়েশিয়ার শ্রমিকদের জীবন কঠিন হয়ে উঠেছে। বেশির ভাগ শ্রমিককেই ওভারটাইম করে এবং অনেককেই দুটি করে কর্মে শ্রম দিয়ে জীবন-জীবিকার ক্রমবর্ধমান খরচ মেটাতে হচ্ছে।

ন্যূনতম মজুরি: মাসে ৯০০ রিংগিত (২৫০ ডলার বা ১৯,৪৬৮ টাকা)। সরকার পূর্বের মজুরি ব্যবস্থার সময় বিভিন্ন ধরনের ভাতা হিসেবে বিবেচিত অংশগুলোকেও বর্তমান ন্যূনতম মজুরির মধ্যে হিসাব করার অনুমোদন দিয়েছে। মালয়েশিয়ার হিসাবে ৯০০ রিংগিত কোনোভাবেই ভালোভাবে বেঁচে থাকার মতো মজুরি (লিভিং ওয়েজ) নয়।

শ্রমঘণ্টা: কার্যত প্রতিদিন ১২ ঘণ্টা (৮ ঘণ্টা+৪ ঘণ্টা বাধ্যতামূলক ওভারটাইম)।

ট্রেড ইউনিয়ন পরিস্থিতি: অভিবাসী শ্রমিক নিয়োগের নীতিমালার কারণে মালয়েশিয়ার শ্রমিকদের কোনো দর-কষাকষির ক্ষমতা নেই। শ্রমিকরা কাগজে-কলমে ইউনিয়ন গঠন করতে পারলেও বাস্তবে যে তা কত কঠিন, তা ট্রেড ইউনিয়নের আওতায় থাকা শ্রমিকের সংখ্যা থেকেই বোঝা যায়– মালয়েশিয়ার মোট শ্রমিকের শতকরা মাত্র ৬ ভাগ ট্রেড ইউনিয়নের আওতাভুক্ত। মালয়েশিয়ায় আয় বণ্টনে মারাত্মক বৈষম্য বিরাজমান।

সর্বজনকথা: বাংলাদেশের অভিবাসী শ্রমিকরা মালয়েশিয়ায় ঠিক কোন কোন খাতে কাজ করে? বাংলাদেশে একটি মিথ চালু আছে যে মালয়েশিয়ায় গেলে ভাগ্য ফিরে যায়, আসলেই কি তাই? মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকদের বাস্তব পরিস্থিতিটা একটু জানতে চাই।

পিএসএম: বাংলাদেশি শ্রমিকরা মূলত প্লান্টেশনগুলোতে পাম চাষের শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। আমরা মনে করি, মালয়েশিয়ায় আসলে তাঁদের অন্তত একটা কাজ জোটে, দেশে হয়তো তা-ও জোটে না। তাছাড়া যত দিন কাজ করেন, দেশে অর্থ পাঠাতে পারেন।

কিন্তু দেশে খুব বেশি অর্থ সঞ্চয় হিসেবে নিয়ে যেতে পারেন বলে মনে

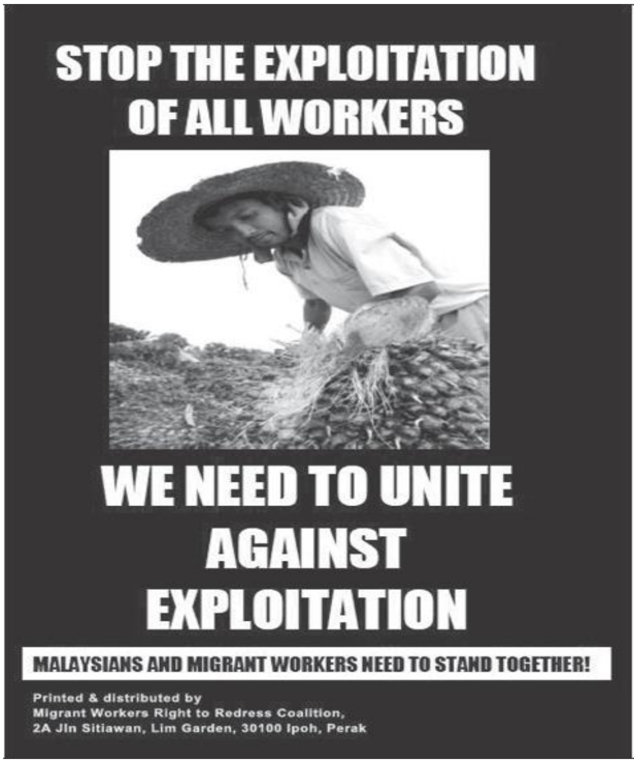

হয় না। যাই হোক, মালয়েশিয়ায় অভিবাসী শ্রমিকদের অনেক কঠিন কাজ করতে হয়, দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে হয়, শ্রমিক হিসেবে তেমন কোনো অধিকার তাঁরা আশা করতে পারেন না এবং আধুনিক যুগের দাস হিসেবে ব্যবহৃত হতে প্রস্তুত থাকতে হয়।

সর্বজনকথা: সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চয়ই আপনারা অবগত আছেন। গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী বাংলাদেশ-থাইল্যান্ড-মালয়েশিয়ার একটা চক্র হাজার হাজার বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাকে মালয়েশিয়া আনার কথা বলে থাইল্যান্ডের জঙ্গলে নিপীড়ন করে অর্থ আদায় করছে, অনেক গণকবর আবিষ্কৃত হয়েছে, কোনো দেশ গ্রহণ করছে না বলে হাজার হাজার অভিবাসী সাগরের পানিতে মানবেতর ভেসে বেড়াচ্ছে। এ বিষয়ে আপনাদের পর্যবেক্ষণ ও বক্তব্য সম্পর্কে আমরা জানতে চাই।

পিএসএম: মালয়েশিয়ার সমাজতান্ত্রিক পার্টি পিএসএম (পার্টি স্যোসিয়ালিস মালয়েশিয়া) মনে করে, এই অভিবাসীদের মালয়েশিয়ার ভূমিতে নামতে দেওয়া এবং মৌলিক প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা উচিত। একই সাথে আসিয়ান পর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার দীর্ঘমেয়াদি সমাধান করা দরকার। মিয়ানমারের ওপরও চাপ প্রয়োগ করা দরকার। আসিয়ান দেশসহ অন্য দেশগুলোকেও উদ্বাস্তুদের গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

সর্বজনকথা: অভিযোগ আছে, বাংলাদেশ-থাইল্যান্ড-মালয়েশিয়ার দালালরা ছাড়াও এই অবৈধ অভিবাসন প্রক্রিয়ার পেছনে মালয়েশিয়ার শাসক ও কর্পোরেট গোষ্ঠীর স্বার্থ যুক্ত আছে, কারণ অবৈধ অভিবাসীদেরকে যেমন খুশি শোষণ করা যায়, এ বিষয়ে আপনারা কী মনে করেন?

পিএসএম: নিশ্চিতভাবেই অভিবাসী শ্রমিকদের স্রোতের কারণে মালয়েশিয়ার নির্দিষ্ট কতগুলো সেক্টর বাড়তি সুবিধা পায়। মালিকদেরকে অভিবাসী শ্রমিকদের পেছনে বৈধ শ্রমিকদের তুলনায় কম খরচ করতে হয়। আমাদের দেশের অর্ধেকেরও বেশি শ্রমিক অবৈধ, যাদের সংখ্যা প্রায় ২৯ লাখ। এটা একটা বিরাট সংখ্যা। এটা হতেই পারে না যে, এত বিপুলসংখ্যক শ্রমিক অবৈধভাবে মালয়েশিয়ায় ঢুকছে আর ইমিগ্রেশন ও নিরাপত্তাবাহিনী সে সম্পর্কে কিছু জানে না। অবশ্যই তাদের মধ্যে এক ধরনের যোগসাজশ রয়েছে এবং তা থেকে কিছু লোক পয়সা বানাচ্ছে।

সর্বজনকথা: মালয়েশিয়ার স্থানীয় ও অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের জন্য মালয়েশিয়ায় কোনো আন্দোলন-সংগ্রাম চলমান আছে কি না– বিশেষ করে পার্টি সোস্যালিস মালয়েশিয়ার এ বিষয়ে কোনো অবস্থান বা দাবি আছে কি না?

পিএসএম: তেনাগানিতা ও এমডব্লিউজির মতো অনেকগুলো বেসরকারি সংস্থা অভিবাসী শ্রমিকদের পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। অভিবাসী শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে পিএসএম তুলনামূলক নতুন। আমাদের উদ্যোগে মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কার্স রাইট টু রিড্রেস কোয়ালিশন নামের একটি জোট গঠিত হয়েছে, যার মূল লক্ষ্য সব অভিবাসী শ্রমিকের প্রতিকার পাওয়ার অধিকার (right to redress) আদায়।

সর্বজনকথা: বাংলাদেশের অভিবাসী শ্রমিক ও সাধারণ জনগণের উদ্দেশে আপনাদের কোনো বক্তব্য থাকলে বলতে পারেন।

পিএসএম: অন্যান্য দেশের মতো মালয়েশিয়াতেও অভিবাসী শ্রমিকরা মারাত্মক শোষিত হন এবং দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হন। আমাদের অর্থনীতিতে তাঁদের ব্যাপক অবদান থাকা সত্ত্বেও তাঁরা এই ধরনের পরিস্থিতির শিকার হন। আমরা মনে করি, আরো বেশি করে বাংলাদেশের শ্রমিকরা নিজ দেশে থেকেই এমন একটা ব্যবস্থার সংগ্রামে নিয়োজিত হোক, যে ব্যবস্থায় বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষদের উপযুক্ত কর্মসংস্থান ও মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত হবে।